দৈনিক খবর

তারিখ 22 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম

ছাত্র বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর চিন্তা–ভাবনা

॥ নজরুল ইসলাম মিঠু ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নতুন চিন্তা–ভাবনা শুরু করেছে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কিছু প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। আগামী সিন্ডিকেট সভাগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ–আলোচনার পর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধিসহ আভ্যন্তরীন সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর কথা বলাহয়েছে।

গত ২৯শে জুন অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। বিষয়গুলোর উপর পুনরায় আলোচনার পর একমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতেপারে।

১৯৯২–৯৩ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রায় সাত লাখ টাকা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাজেট ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরনির্ভরশীলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব

শেষ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়-বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। সিনেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সিনেট সদস্যা মিসেস আনিস ফাতেমা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর ব্যাপারটি উথাপন করেন। তিনি ছাত্র বেতন বৃদ্ধিসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, রিকশা গ্যারেজ, থেকে বাৎসরিক বা মাসিক হারে একটা নির্দিষ্ট টাকা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ব্যাঙের ছাতা মতো গজিয়ে উঠা দোকানপাট একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাব গাম্ভীর্য বিনষ্ট করে এবং অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করছে। পরিকল্পিতভাবে কিছু দোকান পাটের বরাদ্দ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও রক্ষা করা সম্ভব এবং একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আয়ের পথও প্রশস্ত হল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্রটির বাণিজ্যিক ব্যবহারেরও সুপারিশ করেন। প্রয়োজনীয় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করে ভালো সেবার নিশ্চয়তা দিলে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার বৃদ্ধি সম্ভব বলে তিনি সিনেটকে জানান।

ছাত্রবেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখন একটি স্কুল বা কলেজ ছাত্রের বেতনও একশ' থেকে দেড়শ' টাকার বেশী। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখনও আগের নিয়মে ১০ টাকা বেতনে পড়াশোনা করছে। তিনি বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বাড়ানোরকথা বলেন।

সিনেট চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা ২৯শে জুন অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনে ব্যাপারগুলো আলোচনা করা হবে বলে জানান। সিনেট সভায় ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

সিনেট সদস্য ডঃ মোঃ আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপচয় রোধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সকলকে যত্নবান হওয়ার আহবান জানান। তিনি গ্রীন সুপার মার্কেট–এর আয় বৃদ্ধির সুপারিশ করেন এবং ঐ এলাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিশেষ করে জমিতে বাড়ীঘর নির্মাণ করে তার বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিত করার সুপারিশকরেন।

তিনি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদের অপচয় রোধ করলে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সম্ভব। প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর পরিমাণ পানি গ্যাস ও বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অপচয় হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এ দিকে একটু নজর দিলেই এর অপচয় রোধ করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবৈধ সংযোগ দিয়ে এক শ্রেণীর কর্মচারী অপচয় বৃদ্ধি করছে।

গ্রীন সুপার মার্কেটের ব্যাপারে তিনি বলেন, গ্রীন সুপার মার্কেট থেকে প্রচুর আয়ের সম্ভাবনা থাকলেও ২৫ বছরের চুক্তিতে এ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটিকে ইজারা দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর প্রচুর আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির মধ্যে গ্রীন সুপার মার্কেট অন্যতম। ১৯৭২ সালে একটি প্রাইভেট কোম্পানীকে ২৫ বছরের চুক্তিতে এ প্রতিষ্ঠানটির ইজারা দেয়া হয়। প্রতিবছর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি অনুযায়ী মাত্র এক লাখ টাকা গ্রহণ করে। প্রতিবছর গ্রীন সুপার মার্কেট থেকে কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।